পাক্ষিক

আহমদী

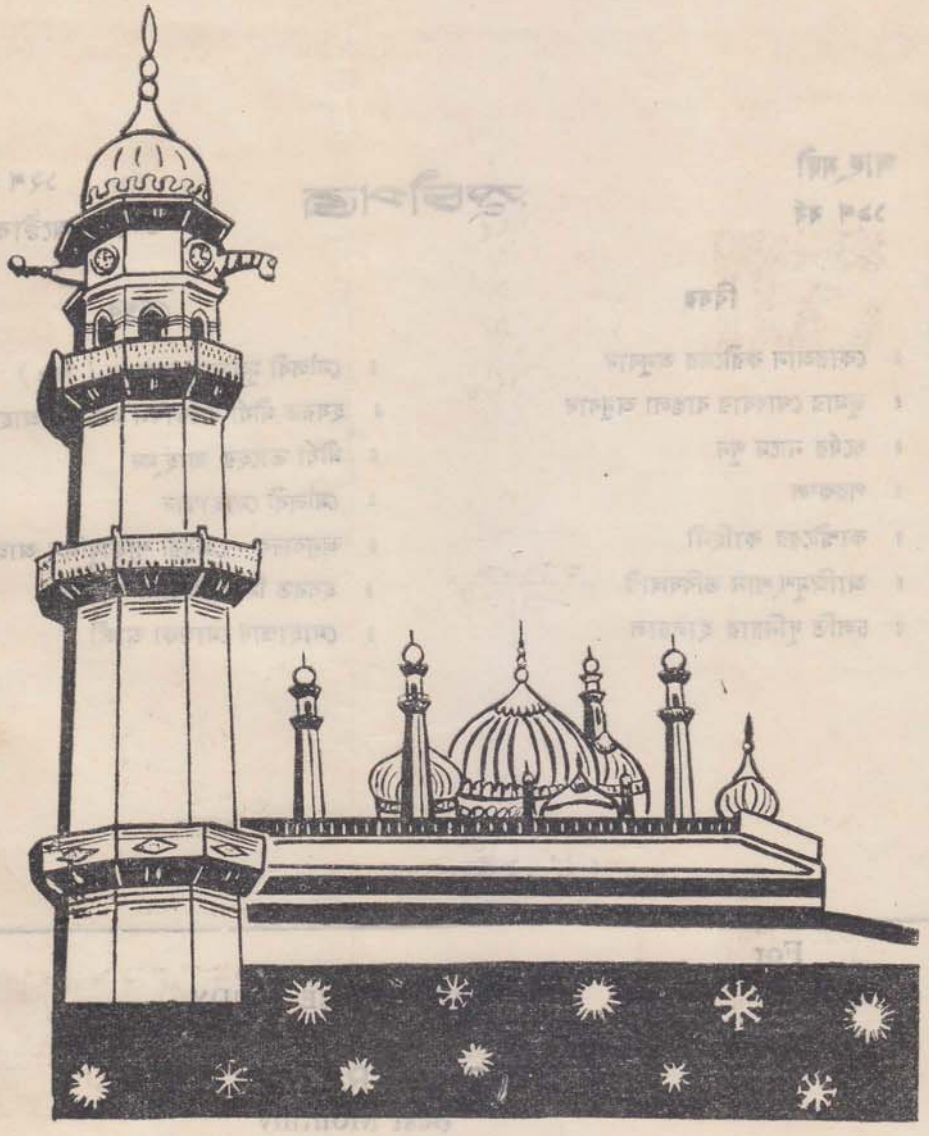

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১২শ সংখ্যা
৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৫

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

১২শ সংখ্যা
৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৫ ইসাব্দ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ)	॥ ২৫৭
॥ জুমার খোৎবার বাঙলা অনুবাদ	॥ হযরত মীর্যা বশীরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	॥ ২৫৮
॥ ধর্মের নামে খুন	॥ মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	॥ ২৬০
॥ পরকাল	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ২৬২
॥ কাশ্মীরের কাহিনী	॥ অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ	॥ ২৭৩
॥ আজিমুশ্‌শান ভবিষ্যদ্বাণী	॥ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ	॥ ২৭৬
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ২৭৯

For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ৩০শে অক্টোবর : ১৯৬৫ সন : ১২শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

৮ম রুকু

৬০। নিশ্চয় আমরা নূহকে তাহার স্বজাতির জন্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। (যদি তোমরা আমার কথা না শুন তবে) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর এক মহা সঙ্কট দিনের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি।

৬১। তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল—নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত দেখিতেছি।

৬২। সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নাই, বরং আমি বিশ্বপালকের নিকট হইতে প্রেরিত রসুল।

৬৩। আমি তোমাদের নিকট আমার প্রভুর প্রেরিত বার্তা পৌঁছাইয়া দিতেছি ও তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করিতেছি এবং আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এমন সব জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা তোমরা জ্ঞাত নহ।

৬৪। তোমরা কি বিস্মিত হইয়াছ যে, তোমাদেরই অন্তর্গত এক ব্যক্তির সহযোগে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট এক উপদেশ আসিয়াছে—যেন সে তোমাদিগকে সতর্ক করে ও যেন তোমরা মুত্তাকী হও এবং ফলে তোমরা অনুগৃহীত হও?

৬৫। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। অতঃপর আমরা তাহাকে এবং তাহার সহিত নৌকার আরোহীদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং যাহারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম। নিশ্চয় তাহারা এক অন্ধ জাতি ছিল।

(ক্রমশঃ)

আহমদীয়া জামাতের বর্তমান ইমাম
হযরত মীর্যা বশীরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (আইঃ)-এর

ইং ১৯৫১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের জুমার খোৎবার বাঙলা অনুবাদ

পাকিস্তানের পিছনে খোদাই শক্তি রহিয়াছে। দোয়া একটি অভ্রান্ত ফলপ্রদ উপায়, যদ্বারা সফলতা লাভ করা যায়।

"সুলতান আবদুল হামিদ…যদিও রুহানী (আধ্যাত্মিক) বাদশাহ্‌ ছিলেন না—তিনি একজন পার্থিব সম্রাট ছিলেন, কিন্তু তিনি ইসলামের সেবা করিয়াছিলেন। এজন্য খোদাতায়ালার আশিস তিনি আকর্ষণ করেন। তিনি সর্বান্তকরনে ইসলামের সাহায্য করেন। ফলে আল্লাহ্‌তায়ালাও তাঁহার সাহায্য করেন এবং একটি শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলায় তাঁকে জয়যুক্ত করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলেও খোদাই শক্তি সক্রিয় ছিল। খোদাতায়ালা আলেমুল গায়েব (অজানাকে জানেন)। তিনি জানিতেন যে—মুসলমানদিগকে বলপূর্বক হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা হইবে এবং সোমনাথ মন্দির পুনঃ নির্মিত হইবে। এজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা পছন্দ করেন নাই যে, তাঁহার বান্দারা কা'বা গৃহের স্থলে সোমনাথ মন্দিরের সম্মুখে মস্তক অবনত করে। তিনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা করাইলেন এবং উহা এরূপ পরিস্থিতির ভিতর দিয়া করাইলেন যে লর্ড মাউণ্ট বেটেন যিনি এই সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী এবং যাহার স্কন্ধে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের হত্যার জঘন্য পাপের বোঝা রহিয়াছে, যখন পূর্ব পাঞ্জাবের অধিবাসিদিগকে হত্যা করা হইল, হিন্দুরা সমস্ত অর্থ সঙ্গে লইয়া হিন্দুস্থান চলিয়া গেল এবং তাহারা দেশীয় শিল্প করায়ত্ত করিল, তখন তিনি বলিলেন, "হে খোদা, আমি ত জানিতাম যে পাকিস্তান ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহা ত জানিতাম

না যে এত দ্রুত তাহা সংঘটিত হইবে।" কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে লজ্জিত করিলেন। — পাকিস্তানকে যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া আসিতে হইয়াছে, উহার মধ্য দিয়াও পাকিস্তান সরকারের শুধু আত্মরক্ষাই নয়, বরং উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং সম্মান লাভ করাও একটি সাধারণ ব্যাপার নয়। এতদ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে খোদাতায়ালার শক্তিশালী হাত এ সবের পিছনে সক্রিয় ছিল। জোরপূর্বক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া কখনও সম্ভব ছিল না। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হইতেছিল, অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ সমস্ত হিন্দুস্থানে রহিয়া গিয়াছিল, সৈন্য বাহিনী দেশের বাহিরে ছিল। এমতাবস্থায় কোন সেই শক্তি ছিল, যাহার বলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? অর্থ-সম্পদ এবং সমরোপকরণ সীমান্তের ওপারে ছিল, কর্মদক্ষ লোক ওপারে চলিয়া গিয়াছিল, প্রায় দশ বিশ লক্ষ মানুষের প্রাণনাশ হইয়াছিল। উহা শুধু খোদাই শক্তি ছিল, যাহার কারণে পাকিস্তান প্রভাবশালী হইয়াছিল। পাকিস্তান সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা এবং বহির্বিশ্বে সম্মান ও খ্যাতি লাভ করা—এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহতায়ালার হাত রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা যাহার সহায়তা করেন, কোন শক্তি তাহার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি সাধন করিতে পারে না!"

"সুতরাং রাত্রিবেলায় উঠ, এবং আল্লাহতায়ালার সমীপে পরম বিনয়ের সহিত প্রণত হও। শুধু ইহাই যথেষ্ট নয় যে, তোমরা নিজেরাই দোয়া করিবে, বরং সমগ্র জামাত যেন দোয়ার অস্ত্রে সজ্জিত হইতে পারে ইহার জন্যও দোয়া করিবে। সৈনিক একা জয় লাভ করিতে পারে না; জয় লাভ করে সেনাবাহিনী। তেমনি কেহ যদি একা দোয়া করে, তাহা হইলে উহাতে ততটা উপকার হইবে না, যতখানি জামাতের সামগ্রিক দোয়ায় সাধিত হইবে। তোমরা নিজেরাও দোয়ায় আত্মনিয়োগ কর এবং সমস্ত জামাতের জন্যও দোয়া কর—যেন আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে দোয়া করার তৌফিক দান করেন। প্রত্যেক আহ্‌মদীর চিত্তে যেন এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, দোয়া একটি অভ্রান্ত ফলপ্রদ উপায়, যদ্বারা সফলতা অর্জন করা যায়। জামাতের প্রতিটি মানুষের অন্তরে যেন অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক আহমদী যেন আপন গৃহে দোয়ায় রত থাকে। অতঃপর দেখিবে, আল্লাহ তায়ালার আশিস কিরূপে বর্ষিত হয়।"

★

ধর্মের নামে খুন

মীর্যা তাহের আহ্‌মদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই প্রকারেই এই ধর্ম-নেতাগণ পশ্চিম পাকিস্তানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আহ্‌মদীগণের বিরুদ্ধে এক অগ্নি প্রজ্জলিত করেন এবং দগ্ধমান ব্যক্তিদের তামাসা দেখার জন্য তাঁহারা এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করেন। দুনিয়ার দস্তুর মুতাবেক যদিও অধিকাংশ মুসলমান ভদ্রলোক অত্যন্ত ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির সহিত ইসলামের এই খেদমতকে দেখিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অসহায় ও উপায়হীন ছিলেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, এই "উলামা" দীর্ঘকাল ব্যাপী অনর্গল কুবাক্যের বলে (যাহাকে তাঁহারা জোরে খেতাবৎ বলিয়া অভিহিত করিতেছিলেন) জনসাধারণের মনে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যিনিই এই কঠোর নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন, তিনি নিজেই অত্যাচারের লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িবেন। ইহা কোন কল্পিত ভয় ছিল না। কার্যতঃ তাহাই হইতেছিল। একবার একজন ন্যায়পরায়ণ গয়ের আহ্‌মদী পুলিশ অফিসার এক হাঙ্গামা থামাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় ও মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় এবং পুলিশের বিরুদ্ধে রটনা করা হয় যে :—

"স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে যাইয়া পুলিশ পবিত্র কোরআনের অবমাননা করিয়াছে; পদাঘাতে কোরআন শরীফের পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে এবং একটি ছোট শিশুকে হত্যা করিয়াছে। দিল্লী দরওয়াজার বাহিরে এক মিটিং-এ এক বালকের হাতে কোরআন শরীফের ছিন্ন কয়েকখানা পাতা দিয়া বিবৃতি দেওয়ান হইল যে 'পবিত্র কালামের অবমাননার আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী।'

জনৈক মৌলবী, সম্ভবত মৌলবী মোহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব পবিত্র কোরআনের ঐ ছিন্ন পাতা হাতে লইয়া উপস্থিত জনসাধারণকে দেখাইয়া একটি উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। শুনিয়া ক্রুদ্ধ জনতা আরও ভীষণ মূর্তি ধারণ করিল। এই কল্পিত গল্প উত্তেজিত জনতার সর্বত্র আলোচনার বিষয় হইল। অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ক্রোধবহ্নি সমস্ত শহরে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব বিস্তার লাভ করিল।" (১)

শুধু উত্তেজনার সৃষ্টিই করা হইল না, বরং তদন্ত আদালতের রিপোর্ট অনুসারে :

"এই ভ্রান্ত গুজব হইতে উদ্ভূত উত্তেজনার ফলে সৈয়দ ফিরদৌস শাহ ডি. এস: পি-কে মৃত্যু বরণ করিতে হইল। লাঠি ও ছুরিকাঘাতে তিনি অকুস্থলে প্রাণ হারাইলেন। তাহার সর্ব শরীরে আঘাতের ৫২টি চিহ্ন ছিল।" (২)

ইহাই ছিল ঐ সকল ধর্মনেতার কর্ম-পদ্ধতি, যাঁহারা খোদা-তা'লার সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী বান্দা এবং সত্যবাদীগণের প্রধান হযরত মোহাম্মাদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম এবং তাঁহার কোরআন হাতে লইয়া পৃথিবীতে মিথ্যা প্রচারণা করিতেছিলেন এবং শুধু আহ্‌মদীই তাঁহাদের অত্যাচার অনুশীলনের লক্ষ্য ছিলেন না, বরং ভদ্রোচিত সৎ-সাহসী পাকিস্তানী মাত্রই এই মিথ্যা প্রচারণার লক্ষ্যরূপে পরিণত হইতেছিলেন। যিনিই তাঁহাদের এই বিপথ-গামীতার বিরুদ্ধে কোন বাক্য উচ্চারণ করিলেন এবং যে পুলিশ কর্মচারীই তাঁহাদের পথে বাধা দিলেন, তাঁহাদেরই উপর ইট-পাটকেল পড়িতে লাগিল। এই অবস্থা এমনিই ভীষণ আকৃতি ধারণ করিল যে, ভদ্র সমাজ ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিবেন, এমন শক্তি

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৫৫ পৃঃ

(২) ঐ—১৫৬ পৃঃ।

ছিল না। বিজ্ঞ জজগণ তাঁহাদের রিপোর্টে ওজরানওয়ালার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট দ্বিতীয়বার ট্রেন চালু করিবার চেষ্টা করিলে, তাঁহাকে আক্রমণ করা হইল এবং ইহাতে একজন ইনেস্‌পেক্টরসহ ২।৪ জন পুলিশও আহত হইল। ঐ দিন সন্ধ্যায় পাঁচ হাজারের এক উত্তেজিত জনতা রেল ষ্টেশনের অদূরে সিন্ধু এক্সপ্রেস আটক করিল। পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্ট সাহেব ৬ জন পদাতিক কনেষ্টবলসহ তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের উপরে ইট-পাটকেল বর্ষন আরম্ভ হইল। যেহেতু তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং যদি জনতা ছত্রভঙ্গ না হইত তবে চিন্তার কারণ ছিল এবং যাত্রীদেরও অস্বস্তির কারণ হইত। সুতরাং পুলিশ সুপার ৩ জন পদাতিক কনেষ্টবলকে ১২ রাউণ্ড ফাঁকাগুলি ছুড়িবার আদেশ দিলেন। ইহাতে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং কোন প্রাণহানি হইল না।

অতঃপর গন্যমান্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া রেল ষ্টেশনে একটি মিটিং আহ্বান করা হইল। যদিও তাঁহাদের প্রত্যেকেই গুণ্ডামীর নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাফের বা মির্যায়ী হইবার ভয়ে কেহ কোন বাস্তব সাহায্য করিতে সম্মত ছিলেন না।" (১)

এই ভয় কোন কাল্পনিক ভয় ছিল না। কার্যতঃ সাহায্য করিবার শাস্তি অত্যন্ত ভীষণ ছিল। তদন্ত আদালতের জজগণ এই প্রকার সৎসাহসপূর্ণ ভদ্রতা প্রকাশের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ

"গায়ের আহ্‌মদী আবদুল হাই কোরাইশী, যিনি জনতাকে কঠোরভাবে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই দিন সন্ধ্যায় তাঁহাকে মারধর করা হয় এবং তাঁহার ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া হয়।" (২)

এই কারণেই কোন কোন নিরপেক্ষ সংবাদপত্র এই অনৈসলামিক হাঙ্গামাকে ভাল চোখে না দেখা সত্ত্বেও ইহার বিরুদ্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করা হইতে দূরে থাকিতেন। অবস্থা আয়ত্তের বহির্ভূত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া শাসন কর্তৃপক্ষ অবশেষে কিছু কঠোর নীতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করেন এবং হোম সেক্রেটারী কোন কোন সংবাদপত্র সম্পাদককে ডাকাইয়া আইন প্রয়োগ ব্যাপারে সরকারের চেষ্টা সমর্থনের জন্য তাঁহাদিগকে প্রনোদিত করিতে চাহিলে, ঐ সময়ে 'নাওওয়ায়ে ওয়াক্ত' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ হামীদ নিজামী "এই আশংকা জানান যে, তিনি তাঁহার কাগজে এই মত প্রকাশ করিলে হুকুমত ও মুস্‌লিম লীগের শুভ-দৃষ্টিসম্পন্ন কাগজগুলি, তাহাদের প্রচার বৃদ্ধির জন্য সর্বাগ্রে তাঁহাকে আহ্‌মদী বলিয়া নির্ধারণ করিয়া ভৎর্সনার লক্ষ্যস্থল করিয়া তুলিবে।" (৩)

অতএব, এই ভয়ই সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী ভদ্র সমাজকে বাক্‌শক্তিহীন করিয়া রাখিল। যতই সময় যাইতে লাগিল, এই ভয় প্রবলতর হইতে লাগিল। প্রতিবাদের ক্ষমতা দমিয়া যাইতে লাগিল। এমন কি, ঐ সময় উপস্থিত হইল, যখন সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া প্রায় সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান আহ্‌রারদের বশবর্তী হইয়া পড়িল এবং খেদমতে ইসলামের বিস্ময়কর খেলা পৃথিবী-বাসীকে প্রদর্শন করা হইতে লাগিল। সীমান্ত প্রদেশে তাঁহাদের প্রভাব মুক্ত থাকিবার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, ঐ প্রদেশের সরকার মজবুত ছিলেন এবং সেখানে আইনের লৌহদণ্ড অত্যন্ত কঠোর ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ইহা হইতে নিরাপদ থাকার কারণ, দেশের ঐ অংশের উলামা ও জনসাধারণ স্বভাবতঃ ধর্ম বিষয়ে গালাগালী ও নোংরা বক্তৃতা আদৌ পছন্দ করেন না এবং (ইল্লা মা-শা-আল্লাহ্‌) যুক্তির সীমার মধ্যে থাকিয়া তাঁহারা মতবিরোধ করিতে অভ্যস্ত। (ক্রমশঃ)

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৭৫ পৃঃ

(২) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট,—১৭২ পৃঃ।

(৩) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট,—৩৩৯ পৃঃ।

পরকাল

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব কিভাবে হইয়াছিল তাহার আলোচনা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে করিয়া আসিয়াছি।

মানব জীব

কিন্তু সেই আদিম মানব জীবের মধ্যে বুদ্ধি ও বিবেচনার কোন চিহ্ন ছিল না। অপরাপর নানা জাতীয় জীবের মধ্যে সেদিন সেও এক জাতীয় জীব ছিল। চারিদিকে ভীষণাকৃতি ও হিংস্র জন্তুর দ্বারা সে ছিল পরিবেষ্টিত এবং তাহার জীবন ছিল সদা বিপন্ন। আত্মরক্ষার জন্য তাই সে গুহার গোপন আশ্রয়ে বাস করিত। তাহার সঙ্গে থাকিত এক সঙ্গিনী। হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা, ঘুম, জননক্রিয়া, এবং বাচ্চা পালনের মধ্যে তাহার জীবন সীমাবদ্ধ ছিল। বাচ্চা বড় হইলে পৃথক ও সম্বন্ধহীন হইয়া যাইত। মোট কথা তখন তাহার জীবনের ধারা ছিল সংক্ষিপ্ত এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার পরিচয় জানাইয়াছেন :

لم يكن شيئًا مزكورا o (سورة — دهر)

অর্থাৎ—"সে কোন উল্লেখের বস্তু ছিল না।"

তাহার তখনকার ভাব, ভাষা ও চালচলন ছিল অনুল্লেখযোগ্য। তখনও তাহার আকৃতি ও দেহের গঠনে পূর্ণতা আসে নাই। হাজার হাজার বৎসরের ক্রম-বিবর্তনের ধারায় ইহা সাধিত হয়।

বুদ্ধি সম্পন্ন মানব

তাহার দেহ-বিধানের উন্নতির সহিত তাহার মস্তিষ্কেরও উন্নতি ঘটে এবং ক্রমে বুদ্ধির প্রকাশ হয়। ইহার পর ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইতে থাকে।

ঐশীবাণী প্রাপ্ত মানব

অবশেষে তাহার বুদ্ধিমত্তার উন্নতির এক পর্যায়ে এমন একদিন আসিল যখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে আপন বাণী-দানে ভূষিত করিলেন। উহা তাহার মধ্যে এক নূতন ও সীমাহীন জগতের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিল। মহান সৃষ্টিকর্তার অপূর্বসৃষ্টি কৌশল। সৃষ্টির মাঝে মানবকে অসহায়ভাবে সৃষ্টি করিয়া, তাহার দেহ বিধানের পূর্ণতার ধারায় তাহার মস্তিষ্কের উৎকর্ষ সাধন করিয়া উহাতে বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত করিয়া সীমাহীন উন্নতির জন্য তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ করিলেন। ইহার ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের অবসান ঘটিয়া শুরু হইল তাহার সমাজবদ্ধভাবে বসবাসের ব্যবস্থা এবং মানবসভ্যতার পত্তন। ঐশী বিধানের সাহায্যে মানবজাতি বহু সভ্যতার স্তর পার হইয়া আসিয়াছে।

এক লক্ষ আদম

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌তায়ালা এক লক্ষ আদম পয়দা করিয়াছেন।" (মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী লিখিত ফতুহাতে মক্কিয়া, ৩য় খণ্ড—৬০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এক লক্ষ আদমের কথা শুনিয়া অবাক হইবার কারণ নাই। আদমের অর্থ সভ্যতার স্থাপক। আদিম যুগে সংযোগ ও যান বাহনের ব্যবস্থা ছিল না। তখনকার দুনিয়া খণ্ড খণ্ড ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত ছিল। এইরূপ ছোট ছোট এক এক এলাকার মানুষকে

সভ্যতা শিক্ষা দিবার জন্য এক এক আদমের আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রত্যেক আদমের শিক্ষা ও সভ্যতার ধারায় একাধিক নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী অতীত হইয়া গিয়াছেন। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে কত সভ্যতার উত্থান এবং পতন ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্তমান যুগের সভ্যতার সূচনা যে আদম (আঃ) করিয়াছিলেন, তিনি সকলের শেষে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থাপিত সভ্যতা সারা জগতের জন্য এবং উহার পত্তন হইয়াছিল ৭০০০ বৎসর পূর্বে। তাঁহার শিক্ষাগুলি ছিল বিশ্ব-মানবতা স্থাপনের ভিত্তিস্বরূপ। সেই শিক্ষাকে পূর্ণতা দিয়াছেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)। তিনি সারা বিশ্বে অখণ্ড মানবতা স্থাপনের কার্যকরী পূর্ণ শিক্ষা ও আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। অতীতে যদি এক কালীন বিভিন্ন এলাকায় অনেক আদমের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক সভ্যতার যুগ যদি নূনপক্ষে ৭০০০ বৎসরের হয়, তাহা হইলে মানব সভ্যতার পত্তন এখন হইতে লক্ষাধিক বৎসর আগে হইয়াছিল। সভ্যতাপূর্ব যুগের মানুষ আরও অনেক পূর্বের।

প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানের সাক্ষ্য

বস্তুতঃ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মাটির স্তর খুদিয়া পুরাতন যুগের যে সব ফসিল (জীবাশ্ম) আবিষ্কার করিয়াছেন, উহার মধ্যে প্রাচীন যুগের যে সব মানুষের মাথার খুলি ও হাত-পায়ের হাড় বাহির হইয়াছে, উহাদের বয়স কোন কোনটির পাঁচ লক্ষ বৎসর এবং সর্ব প্রাচীনটির বয়স ১৭ লক্ষ বৎসর আগের বলিয়া নির্ধারণ করিতেছে। এই শেষোক্ত ফসিলটি আফ্রিকা মহাদেশের ভিক্টোরিয়া হ্রদের নিকট ট্যাঙ্গানিকা রাজ্যের অলডুভাই গিরিখাতে পাওয়া গিয়াছে। এই সব আবিষ্কারের দ্বারা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপরোক্ত হাদিসের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে। অগণিতকাল-ব্যাপী মানব-জীবনের এবম্বিধ ক্রমোন্নতি ও প্রগতির ধারা তাহার এক সীমাহীন ভবিষ্যতের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে।

অসহায় মানব মহাশক্তির অধিকারী

একদিন যে মানব প্রত্যেক জীবজন্তু ও প্রাণীকে ভয় করিয়া চলিত, আজ সকল প্রাণী তাহাকে ভয় করে। সকলের মাঝে একদিন যে অসহায় ছিল, আজ সকলে তাহার পদানত। পাহাড় পর্বত, জঙ্গল মরুভূমি, নদ নদী, সাগর, মহাসাগর একদিন তাহার পথ রোধ করিয়া তাহাকে স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আজ সকল বাধাকে সে তাহার বুদ্ধি দিয়া অপসারিত করিয়াছে। একদিন স্থান ও কাল তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ সে স্থান ও কালকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে। একদিন যে আকাশ তাহার নিকট দুর্বোধ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য ছিল, সেই আকাশেও আজ সে পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমেই তাহার জ্ঞান প্রসারিত হইতেছে। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রর অভ্যন্তরে এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর মধ্যে তাহার দৃষ্টি ভেদ করিয়া চলিয়াছে। তাহার জ্ঞানের দীপশিখা দিয়া অতীত অন্ধকারে আলো ফেলিয়া উহাকে সে দেখিতেছে এবং আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়া সুদূর ভবিষ্যৎ ও মরণের ওপারেও সে তাহার দৃষ্টি চালাইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ যেমন তাহাদের জড়দৃষ্টি ও জ্ঞান দিয়া এপারের রহস্যাবলীকে আলোকিত করিতেছে, নবীগণ তেমনি তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও জ্ঞান দ্বারা ওপারের রহস্যাবলীকে আলোকিত করিয়াছেন। পাঠক! যাহার জীবনে এরূপ অপূর্ব ক্রমবর্ধমান গুণ ও শক্তির প্রকাশ, তাঁহাকে খেলার পুতুল হিসাবে যে সৃজন করা হয় নাই, তাহা আপনি নিশ্চয়ই অনুধাবন করিয়াছেন। মানবের সৃষ্টি-তত্ত্ব আলোচনা করার আমার ইহাই উদ্দেশ্য যে, তাহার অতীতকে দেখিয়া তাহার ভবিষ্যতের যেন একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয় যে, সে অনন্তের যাত্রী।

অসীম জ্ঞান ও উন্নতির শক্তিধর মানব, তাহার জ্ঞান ও শক্তির উৎস কোথায়? পাঠক! এ সকলের মূল কেন্দ্র তাহার আত্মায় স্থিত। নশ্বর বিশ্বে নশ্বর মানব দেহের মাঝে যে অবিনশ্বর অধিপতি বিরাজ করিতেছে সে তাহার *আত্মা*। তাহারই গবেষণায় আমরা লিপ্ত। উহার সত্তা ও প্রকৃতি কি এবং উহা কোথা হইতে আসিল? ইহা বুঝিবার পর আমরা আলোচ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিব।

মানবাত্মার সত্তা

আমরা পূর্ব আলোচনায় দেখিয়াছি যে, উহার সত্তা সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ এবং কখনও সে সম্বন্ধে জানিতে পারিব না। ঐ সম্বন্ধে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালারই আছে।

মানবাত্মার প্রকৃতি

আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে নিজ ছাঁচে সৃষ্টি করিয়াছেন। সে ছাঁচের স্বরূপ সম্বন্ধেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত ঐ ছাঁচের কয়েকটা রূপের সাদৃশ্য দেখাইতে চাই। ১। ইহলোকে আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা যেমন আমাদিগের জানার উর্ধে, তেমনই আমাদিগের আত্মার সত্তাও আমাদিগের জানার উর্ধে। ২। আল্লাহ্‌তায়ালা নিরাকার, আমাদের আত্মাও নিরাকার। খোদাকে যেমন আমরা চর্মচক্ষে দেখি না, আমাদের আত্মাকেও আমরা চর্মচক্ষে দেখি না। পাঠক! আত্মাকে দেখা দূরে থাকুক আমরা আমাদিগের মনঃচক্ষুর দ্বারা আমাদিগের বাহ্যিক চেহারাকেও মনন করিতে পারি না। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা এবং আমাদিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে সকল রূপেই দেখেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন:

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ○

অর্থাৎ,—"দৃষ্টি তাঁহাকে দেখিতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে দেখেন; তিনি ধারণাতীত সূক্ষ্ম, সর্বজ্ঞ।" (সুরা আনআম—১৩শ রুকু)

সুতরাং ইহলোকে আল্লাহ্‌তায়ালাকে তাঁহার সত্তায় জানা বা দেখা যেমন আমাদিগের ক্ষমতার বাহিরে, তেমনি আমাদের আত্মাকেও তাহার সত্তায় জানা বা দেখা আমাদিগের ক্ষমতাতীত। বাকি থাকিল আল্লাহ্‌তায়ালা ও আত্মার পরিচয়। আল্লাহ্‌তায়ার পরিচয় সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার গুণ মহিমা ও শক্তির প্রকাশের দ্বারা আমরা পাইয়া থাকি এবং মানব আত্মার পরিচয় আমরা মানবের কর্মের মাধ্যমে তাহার গুণ ও শক্তির প্রকাশের দ্বারা পাইয়া থাকি।

প্রকৃতির মধ্যে এক এক বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার এক বা একাধিক গুণের প্রকাশ করে, কিন্তু মানুষ তাঁহার সকল গুণের প্রকাশ করে। মানব আল্লাহ্‌তায়ালার গুণের প্রকাশের স্থল। তাঁহার যত গুণবাচক নাম আছে, মানব উহাদের প্রত্যেকটির প্রকাশের ক্ষমতাসহ সৃষ্ট। এইজন্য সে সৃষ্টির মাঝে মহাশক্তিধর। এই ক্ষমতা মানবাত্মার মধ্যে নিহিত ও পুঞ্জীভূত। উক্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের মধ্যেই তাহার উন্নতি এবং উহার বিপরীতে তাহার অবনতি।

আত্মা কি ভাবে দেহে আসে

অনেকে ধারণা করিয়া থাকে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আত্মাগুলিকে এককালিন সৃষ্টি করিয়া কোন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং জন্মের সময় এক একটি শিশুর দেহে একটি করিয়া আত্মা প্রবিষ্ট করিয়া দেন। বস্তুতঃ ইহা হিন্দুদের মত। তাহারা খোদা এবং আত্মাগুলিকে অনাদি মনে করিয়া থাকে। খোদাকে যেমন কেহ সৃষ্টি করে নাই। তেমনই তাহাদের মতে আত্মাগুলিকেও কেহ

সৃষ্টি করে নাই। তাহারা আত্মাগুলির সংখ্যাও নির্দিষ্ট মনে করিয়া থাকে এবং এগুলি খোদাতায়ালার দ্বারা সদা পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরের চক্রে ঘূর্ণায়মান বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। এ মতের অসারতা আমরা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি।

আত্মার জন্ম সম্বন্ধে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় আমরা কিছু বলিয়া আসিয়াছি। ইহা বাহির হইতে দেহের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আসে না। বরং দেহ-বিধানের গঠনের সহিত ইহা বিকাশ লাভ করে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

ثم انشأناه خلقا اخر فتبرك الله احسن الخالقين ○

অর্থাৎ—"অতঃপর আমরা ইহাকে (মাতৃগর্ভে পূর্ণ গঠিত শিশু দেহকে) সৃষ্টির আর এক অভিষেক দিই; (যাহাকে আত্মা কহে), বহু কল্যাণময় আল্লাহ্‌ সর্বোত্তম সৃজনকারী।" (সুরা মুমেনন—১ম রুকু)

উক্ত আয়েত হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দেহের মধ্য হইতেই আত্মার বিকাশ। ইহা বাহির হইতে আসিয়া শিশু দেহে প্রবেশ করে না। প্রস্তরের মধ্যে যেমন অগ্নি লুক্কায়িত থাকে এবং ঘর্ষণের দ্বারা উহার প্রকাশ হয়, বালির (যবের) দানার মধ্যে যেমন মাদকতা গুপ্ত থাকে, উহাকে চোঁয়াইলে মদ হয়, সেইরূপ বীর্যের মধ্যে আত্মা গুপ্ত থাকে। মাতৃজঠরে বীর্যের পরিবর্ধন ও দেহ গঠনক্রিয়া চলাকালীন উহার ক্রমঃ-স্ফুরণ ঘটিতে থাকে এবং জন্মের সময় দেহের সহিত উহার সমন্বয় পূর্ণ হইয়া যায় এবং দেহকে উহার পরিচালনাধীনে আনা হয়। ইহা দেহের মধ্যে অদৃশ্য আলোকস্বরূপ যাহার মৃদু উত্তাপ সারা দেহে পরিব্যপ্ত। হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় পুস্তক চশমায়ে মারেফতের ১৫১ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "মানবাত্মা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার প্রাকৃতিক বিধান এই যে, পুরুষ ও স্ত্রী দুই বীর্যের মিলনের পর ধীরে ধীরে দেহ গঠন হইতে থাকে। যেমন কতকগুলি ভেষজের রাসায়ণিক সংমিশ্রনে মিশ্র বস্তুর মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের তেজ উৎপন্ন হয়, যাহা ভেষজগুলির গুণ হইতে স্বতন্ত্র, তদ্রূপ রক্ত ও দ্বিবিধ বীর্যের দ্বারা গঠিত দেহে মণি (রত্ন) বিশেষের উদ্ভব হয় এবং উহা ফসফরাস জাতীয় হইয়া থাকে। যখন আল্লাহ্‌তায়ালার "কুন" (হও) আদেশের সহিত ঐশী জ্যোতিঃর তরঙ্গ উহার উপর সঞ্চরণশীল হয়, তখন উহা সহসা দিপীত হইয়া স্বীয় প্রভাব দেহের সকল অংশে বিস্তার করিয়া দেয় এবং তখন সেই ভ্রূণের জীবন লাভ হয়। ঐশী জ্যোতিঃর সম্পাতে ভ্রূণস্থিত দিপীত বস্তুই আত্মা।"

পাঠক! যদিও দেহের মধ্য হইতে আত্মার প্রকাশ, তথাপি যেভাবে জড় জড়ের অংশ হইয়া থাকে, ইহা সেভাবে দেহের অংশ নহে। ইহা বাহির হইতেও আসে নাই বা আকাশ হইতেও কেহ ইহাকে দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেয় নাই। অজানা কাল হইতে সৃষ্টির ধারায় জীবন রশ্মি অসংখ্য মন্থনে মথিত হইয়া একদা সৃষ্টির প্রভাতে বীর্যের মধ্যে উন্মেষমুখ স্তরে আসিয়া দেহের গঠন ক্রিয়ার সঙ্গে উহার প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল। তাহার পরে যেমন এক বীজ হইতে পরিণত গাছ এবং উহা হইতে বহু বীজ ও গাছের উদ্ভবের অবিরাম বংশধারা চলিয়াছে, তেমনি এক বীর্য হইতে আত্মাসম্বলিত পরিণত মানব দেহ এবং উহা হইতে বীর্য ও আত্মাসম্বলিত মানবদেহের অবিরাম বংশধারা বহিয়া চলিয়াছে।

বিজ্ঞানের সাক্ষ্য—মানব জনন কোষে তাহার জীবন-নকসা

বৈজ্ঞানিকগণ মানব দেহের মধ্যে জীবনের অনুসন্ধানে তাহার জীবনকোষে গবেষণা চালাইয়া তাহার আত্মার সাক্ষাৎ না পাইলেও, সেখানে এমন এক বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে, যাহা পরম বিস্ময়কর এবং মানুষের অপূর্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে পবিত্র কোরআন বর্ণিত তথ্যের সমর্থক।

জননকোষের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ বংশগতি নির্ধারণের এক পরমাশ্চর্যজনক ব্যক্তি পরিচিতিপত্র আবিষ্কার করিয়াছে। এককোষ বিশিষ্ট প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কোষ বিশিষ্ট মানব পর্যন্ত সকলের মধ্যে ইহা বিরাজিত। ইহাকে তাহারা ডি এন এ (ডি অক্সি রিবনুক্লিক এসিড অর্থাৎ অম্লজানরহিত চিনি হইতে উৎপাদিত কোষ মধ্যস্থিত এসিড) আখ্যা দিয়াছে। তাহারা বলিতেছে এখানেই বংশগতির যন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে, যাহা প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে নির্ধারিত করে। এমন কি তাহারা ইহাকেই জীবন বলিয়া কল্পনা করিতেছে। অপার আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টি মহিমা। মাতৃগর্ভে পুরুষ ও স্ত্রী বীর্যের মিলনে যে মূল জননকোষ গঠিত হয়, উহাতে মিলনের সময়েই উদ্দিষ্ট মানুষটির পূর্ণ নকশা অঙ্কিত হইয়া যায়। মিলনের অল্প সময় পরেই জনন কোষটি বিভক্ত হইয়া দুই কোষ হয়, দুই কোষ চার হয়, চার ষোল হয়, ষোল দুইশত ছাপান্ন হয়। এইভাবে কোষের সংখ্যা গুণোত্তর শ্রেণীতে দ্রুত বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং দেহের গঠন ক্রিয়া সাধিত হইয়া যাইতে থাকে। রক্তের স্থানে রক্ত, মাংসের স্থানে মাংস, শিরার স্থানে শিরা, হাড়ের স্থানে হাড়, মজ্জার স্থানে মজ্জা ইত্যাদি যেখানে যেটির প্রয়োজন উৎপন্ন হইতে থাকে এবং বিনা ইঞ্জিনিয়ার ও কুলিমজুরে একটি মূল কোষ মাতৃগর্ভে মাত্র ৯ বা ১০ মাস সময়ের মধ্যে বিশ্বের পরমাশ্চর্য ও জটিলতম ১৫ মহাপদ্মকোষ বিশিষ্ট জীবন্ত দেহযন্ত্রধারী এক পূর্ণ মানবশিশুতে পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিকরা বলিয়া থাকে যে, এই সৃষ্টিক্রিয়া আপনা-আপনি হইতে থাকে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

ان كل نفس لما عليها حافظ ○

অর্থাৎ—"এমন কোন নফস নাই, পরন্তু উহার উপর এক রক্ষী নিযুক্ত আছে।" (সুরা তারেক)

এক অদৃশ্য রক্ষী প্রত্যেক জীবকোষে বসিয়া তাহার গঠন ক্রিয়া পরিচালনা করিয়া থাকে। ঐশী নিযুক্ত এই মহা ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা মানবদেহের গঠন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

আমরা যে মূল জনন-কোষের কথা বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকগণ বলেন শুধু উহারই মধ্যে ডি এন এ নাই বরং একটি পূর্ণ বয়স্ক মানব দেহস্থিত লাল বর্ণের রক্তকোষ ব্যতিরেকে বাকি ৬০ মহাপদ্ম কোষের প্রত্যেকটিতে ডি এন এ বর্তমান এবং উহারা সকলে একই জাতীয় এবং ভ্রূন মধ্যস্থিত আদি জনন কোষের অনুরূপ এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রত্যেক জাতীয় জীবের ডি এন এ পৃথক জাতীয় এবং একই জাতির মধ্যে আবার প্রত্যেকের ডি এন এ পৃথক। ইহা দ্বারা ডারউইনের থিওরী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং প্রত্যেক জীবের সৃষ্টির মূল পৃথক।

ডি এন এর স্বরূপ

প্রতিটি কোষের মধ্যে কুণ্ডলীর আকারে স্থাপিত। ইহাকে প্রসারিত করিলে পাঁচ ফুট লম্বা হইবে এবং দেখিতে গুটিকাযুক্ত একটি কণ্ঠহারের ন্যায় দেখাইবে। ডি এন-এর ফিতাটি চিনি ও ফসফেট নির্মিত এবং উহার সর্পিল সিড়ির আড়া আড়ি অংশগুলি নাইট্রোজেন কম্পাউণ্ড দ্বারা গঠিত। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে চর্মচক্ষে দেখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন যে, এই ফিতাটিতে জীবনের নির্দেশ লিখিত রহিয়াছে এবং জীবনের কার্যাবলী লিখিবার জন্য ইহা চৌম্বিক টেপ-রেকর্ডের মত এবং ইহা বহুল তথ্য লিখিবার ধারকতা রাখে। ইহা চারিটি ভিন্ন ভিন্ন নাইট্রোজেন কম্পাউণ্ডের চিহ্নের ভাষায় লিখিত হয়। বৈজ্ঞানিক শর্টহেণ্ডে সাঙ্কেতিক চিহ্ন চারিটিকে এ, টি, সি ও জি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ডি এন এ-র ফিতার উপর এই সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলির অনুলোম ও বিলোম সন্নিবেশের চিহ্ন দ্বারা একদিকে যেমন একটি জননকোষ

হইতে সমস্ত দেহের কাঠামোর পূর্ণ প্রস্তুতপ্রণালী ও স্বয়ংক্রিয় পরিবর্ধনের নির্দেশ দেওয়া আছে, তেমনি সারা জীবনের ছোট বড় সকল কার্যাবলীর বিস্তৃত কাহিনীও উহার উপর চিহ্নিত হইয়া চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকরা বলিতেছেন যে, একটি ডি এন এ-র মধ্যে উল্লিখিত সাঙ্কেতিক চারিবর্ণে লিখিত কোডকে ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত করিলে এক হাজার খণ্ড এনসাই-ক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা পুস্তকের সমান হইবে। এক একটি খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়াতে প্রায় এক হাজার হইতে বার শত পৃষ্ঠা থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন একদিন তাঁহারা উক্ত কোডের রহস্যভেদ করিয়া ডি এন এ স্থিত অণু-গ্রন্থটিকে পাঠ করিতে সক্ষম হইবেন। তাঁহারা বলেন **Radiation** (বহিরাগত আলোকের সম্পাত) অথবা দৈব ঘটনার সংঘাত ব্যতিরেকে ইহার নির্দেশ বা লেখা বদলায় না।

যেমন আমরা কাহারও জড় আকৃতি দেখিয়া তাহার পরিচয় জানিতে পারি অথচ দেহের মালিককে আমরা দেখি না, তেমনি বৈজ্ঞানিকগণ জৈবকোষে অনুটেপ রেকর্ডটিকে দেখিয়াছেন; কিন্তু উহার কর্তা তাহার আত্মাকে তাঁহারা দেখেন নাই এবং কখনও দেখিবেন না। ব্যক্তির গতিবিধি ও কাজকর্মের ফলে দেহের মধ্যে উৎপন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ডি এন এ-তে চিহ্নিত সাঙ্কেতিক জড়লেখা তাহারা সবে মাত্র দেখিয়াছেন; কিন্তু এখনও সে লেখা তাঁহারা পড়িতে পারেন নাই। হয়ত কোন একদিন তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে এবং তাঁহারা উহা পড়িতে পারিবেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ইহা নেগেটিভ রেকর্ড।

আধ্যাত্মিক ডি এন এ

জৈব ডি এন এ-র পজিটিভ আধ্যাত্মিক অনুলিপি আমাদের আত্মার ডি এন এ তে ক্ষণে ক্ষণে রচিত হইয়া যাইতেছে। রূপক ভাষায় এই দুই নেগেটিভ ও পজিটিভ অনুটেপ গ্রন্থ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال
قعيد - ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ০

"যখন দুই আধার রেকর্ড করিয়া যায় ডাহিনে এবং বামে, সে (ব্যক্তি) কোন কথা কয় না পরন্তু নিকটে রক্ষী প্রস্তুত (রেকর্ড করিতে)।" (সুরা কাফ—২য় রুকু)। ডি এন এ-র টেপরেকর্ডে শুধু কথাই রেকর্ড হয় না পরন্তু প্রত্যেক কাজের ফিল্মও তোলা হয়। জৈব আধারে অর্থাৎ জীবকোষের ডি এন এ-তে তাহার নেগেটিভ ফিল্ম উঠে এবং উহারই পজিটিভ ফিল্ম আত্মার অধ্যাত্মিক ডি এন এ-তে তোলা হয়। এই পজিটিভ আধ্যাত্মিক ডি এন এর ফিল্ম পরকালে খোলা হয়। উহাতে তাহার কথা ও কাজ সকলই তাহার বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন—

يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما
كانوا يعملون ০

"সেই দিন যখন তাহাদের জিহ্বা, তাহাদের হস্ত এবং তাহাদের পদযুগল তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।" (সুরা নূর—৩য় রুকু)

وكل شئ احصيناه كتبا -

"এবং প্রত্যেক বিষয় আমরা এক পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছি।" (সুরা নাবা—১ম রুকু)

ووضع الكتب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
ويقولون يويلتنا مال هذا الكتب لا يغادر صغيرة
ولا كبيرة الا احصها -

অর্থাৎ—"এবং পুস্তক উপস্থিত করা হইবে, এবং তুমি দেখিবে অপরাধীগণ উহার লেখায় ভীত হইয়া

বলিবে, 'হায়! একি পুস্তক! ছোট বা বড় কোন কিছুই যে ইহা বাদ দেয় নাই, সব রেকর্ড করিয়াছে।'
(সুরা কাহাফ—৬ রুকু)

জৈব এবং আধ্যাত্মিক ডি এন এ এর কারণ পরম্পরা

উপরুক্ত দুই অনুটেপ গ্রন্থ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করে। জৈব জনন কোষের অণুটেপ গ্রন্থের মাধ্যমে মানবের সন্তান-সন্ততির বংশগতি নির্ধারিত হয় এবং আধ্যাত্মিক অণুটেপ-গ্রন্থের দ্বারা ব্যক্তির পরকালের জীবনগতি নির্ধারিত হয়। এ বিষয়ে আমরা যথা স্থানে আলোচনা করিব। দ্বিবিধ প্রকারের অণুগ্রন্থের প্রত্যেকটি দুই অংশে বিভক্ত। জৈব কোষের অনুগ্রন্থের একাংশে থাকে প্রাকৃতিক নির্দেশনামা অর্থাৎ তাহার জড়দেহের কাঠামোর নক্সা এবং উহার গঠনের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ও বংশগতি এবং অপর অংশে থাকে তাহার জীবনের ছোট বড় প্রত্যেক কাজের বিবরণ, যাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কলমে সাংকেতিক ভাষায় লিখিত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এই তথ্য সংগৃহীত। প্রথম অংশ অর্থাৎ বংশগতি সম্বন্ধে যাহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন, তাঁহারা Genesis সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিবেন। দ্বিতীয় অংশটি অর্থাৎ তাহার জীবন ইতিহাস এখন গবেষণাধীন। জৈব জনন-কোষের অণু-টেপগ্রন্থের অনুরূপ, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অণুটেপগ্রন্থের একাংশে থাকে মানবতার কাঠামোর নক্সা ও উহা নির্মাণের নিয়মাবলী এবং অপরাংশে থাকে কথা ও ছবি সম্বলিত তাহার কর্মজীবনের বিশদ্ বিবরণ। তাহার দেহ ও আত্মা তথা জৈব ও আধ্যাত্মিক ডি এন এ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আধ্যাত্মিক ডি এন এ-র মধ্যে ওহি

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

و نفس وما سوٰها o فالهمها فجورها وتقوٰها ـ قد افلح من زكّٰها o وقد خاب من دسّٰها ـ

অর্থাৎ—'এবং নফস ও তাহার গঠনপূর্ণতার কসম এবং নিশ্চয়ই তিনি উহাকে ওহি করিয়াছেন উহার জন্য যাহা মন্দ এবং উহার জন্য যাহা ভাল। সেই ব্যক্তি সফল হয় যে উহাকে বিশুদ্ধ রাখে এবং যে উহাকে দূষিত করে সে বিনষ্ট হয়।" (সুরা—শাম্‌স্)

আমরা প্রত্যেকেই মাত্র একটি জৈব জননকোষ হইতে ষাট মহাপদ্ম ডি এন এ কোষধারী দেহ লাভ করিয়াছি। এই মূল জনন কোষকেই পবিত্র কোরআনে 'নফস' বলিয়াছে। সুরা নেসা-র প্রথম আয়েতেই আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন

خلقكم من نفس واحدة ـ

অর্থাৎ "তিনি তোমাদিগকে একটি নফস অর্থাৎ মূল জননকোষ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।" দেহস্থ বাকী কোষগুলি মূলকোষটি হইতে সৃষ্ট এবং উহারই প্রতিবিম্ব স্বরূপ। উপরোক্ত আয়েতে আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ মূল জননকোষের কসম খাইয়া উহার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ গঠন প্রাপ্তির ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, যে ভাবে তিনি তাহার দৈহিক পূর্ণ গঠনের ব্যবস্থা ঐ জননকোষের মধ্যে রাখিয়াছেন তেমনি উহার প্রতি উহার মঙ্গলামঙ্গলের ওহির ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন। জৈব জননকোষের মধ্যস্থিত ডি এন এ-র সহিত সমান্তরাল ভাবে উহাকে ছাইয়া যে আত্মা বিরাজ করিতেছে, তাহার মধ্যে ব্যক্তির কল্যাণের জন্য ও তাহার মানবতার বিকাশের জন্য ওহির রঙে রঞ্জিত যে মৌলিক আধ্যাত্মিক নির্দেশ দেওয়া আছে, সেগুলি বিবেকের কণ্ঠে সময় ও ক্ষেত্রানুযায়ী জীবকোষের ডি এন এ-র নিকট প্রকাশ করা হয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী যে ব্যক্তি জীবকোষ গঠিত দেহকে পরিচালিত করে, সে উহাকে বিশুদ্ধ

রাখে এবং সফলতার অধিকারী হয়। অন্যথায় সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জৈব জননকোষে দেহ গঠনের যে দৈহিক নির্দেশ দেওয়া আছে উহা বাধ্যতামূলক। ঐ দেহ-গঠন কালে ঐ নির্দেশ ভাঙিবার উপায় নাই। কিন্তু আত্মাস্থিত যে আধ্যাত্মিক ডি এন এ আছে উহার নির্দেশ বাধ্যতামূলক নহে; পরন্ত ওহির দ্বারা তাহাকে তাহার ভাল ও মন্দ জানাইবার ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ই আল্লাহ্তায়ালা উপরোক্ত আয়াতে বলিয়াছেন, "এবং নিশ্চয়ই তিনি উহাকে ওহি করিয়াছেন উহার জন্য যাহা মন্দ এবং উহার জন্য যাহা ভাল।" ইচ্ছা করিলে মানুষ ঐ নির্দেশ মানিয়া চলিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে সে না মানিতে পারে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন,

وما تشاءون الا ان يشاء الله

অর্থাৎ—"এবং তোমরা ইচ্ছার পরিচালনা কর, যেহেতু আল্লাহ্তায়ালা এইরূপ চাহিয়াছেন।"
(সুরা দহর—২য় রুকু)

আল্লাহ্তায়ালার বাণী মানিলে তাহার বিবেক সন্তুষ্ট হয়, আত্মা এবং দেহে পরিতোষ আসে এবং না মানিলে তাহার বিবেক রুষ্ট হয় এবং আত্মা এবং দেহে অসাচ্ছন্দ আসে। ইহা ছাড়া বাহিরের ঘটনাবলী বিবেক ধ্বনির সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ক্ষণে ক্ষণে ও যুগে যুগে দিয়া আসিতেছে। বিবেকের ধ্বনি মানিয়া চলিলে দেহ মনে এইজন্য আনন্দ আসে যে, আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি এবং তাঁহার প্রকাশিত বিধান উভয়ই সামঞ্জস্য পূর্ণ। যখনই এত দুভয়ের মধ্যে সমতা আসে তখনই শান্তি দেখা দেয়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন,

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ط ذالك الدين القيمه - ولكن اكثر الناس لا يعلمون ٥

অর্থাৎ—"ভক্তির সহিত ধর্মের প্রতি অনুরাগী হও। আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্ট প্রকৃতির অনুযায়ী হও, যে প্রকৃতিতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্-তায়ালার সৃষ্টীর পরিবর্তন নাই। উহাই প্রকৃত ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।" (সুরা রুম-৪র্থ রুকু)

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলিয়াছেন।

كل مولود يولد على فطرة الاسلام -

অর্থাৎ—"প্রত্যেক সন্তান জন্মলাভ করে ইসলামী প্রকৃতি লইয়া।"

আল্লাহ্তায়ালা ও রসুল (সাঃ) এই কথাই বলিয়াছেন যে, মানুষের প্রকৃতির মধ্যে ইসলামী বিধান প্রথিত রহিয়াছে। মানুষের প্রকৃতিকে আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র করিয়াছেন, সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার বিধানের সহিত যখন তাহার কাজের সমতা আসে তখন তাহার অন্তর ও দেহে স্বাভাবিক ভাবে শান্তি ও আনন্দ নামিয়া আসে। ডি এন এর মধ্যে মানুষের মূল প্রকৃতি লিখিত আছে। জীবনের সঠিক ব্যবহারে উহা সুস্থ থাকে এবং উহার পরিবর্ধন হয়; অপব্যবহারে উহা পীড়িত হয় এবং উন্নতি ব্যাহত হয়। যাহারা অপকার্যে জীবন যাপন করে তাহাদের ডি এন এ পীড়িত হয়, সুতরাং বংশ-গতিও পীড়িত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ যখন ডি এন এ স্থিত বংশগতি পড়িতে পারিবেন তখন পবিত্র কোর-আনের সত্যতা আরও সুস্পষ্ট আকারে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হইবে। উপরোক্ত আয়েতে "অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না" কথাগুলির মধ্যেই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে একদিন ইহা কিছু সংখ্যক গবেষণাকারীর জ্ঞানগোচরে আসিবে। অতএব পবিত্র কোরআনের নিয়মভঙ্গকারী নিজের প্রকৃতির নিকট এবং বিশ্ব প্রকৃতির নিকটও অপরাধী এবং শাস্তির পাত্র। পক্ষান্তরে যে নিয়ম পালন করিয়া চলে সে শান্তির অধিকারী হয়।

বস্তুতঃ মানবের জৈব জননকোষে যে নির্দেশনামা দেওয়া আছে উহা জড় প্রকৃতির নিয়ম ও পবিত্র কোরআনের শিক্ষার অনুযায়ী। প্রকৃতি আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট এবং পবিত্র কোরআন তাঁহার বাণী ও বিধান পুস্তক। উভয়েরই উৎস যখন এক তখন প্রকৃতির নিয়ম ও পবিত্র কোরআনের বিধান অনুরূপ এবং সামঞ্জস্য পূর্ণ।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন যে, তাঁহার সৃষ্টিতে নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

ما ترى فى خلق الرحمن من تفوت ط
فارجع البصر هل ترى من فطور ٥ ثم ارجع البصر
كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا و هو حسير ٥

অর্থাৎ—"অযাচিত দানকারী খোদার সৃষ্টির কোথাও তুমি অনৈক্য দেখিতে পাইবে না। মনোনিবেশ করিয়া দেখ, কোথাও কি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিতে পাও? হাঁ, আবার মনোনিবেশ করিয়া এবং গবেষণা করিয়া দেখ, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত নিষ্ফল হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।" (সুরা মুলক—১ম রুকু।)

পবিত্র কোরআনে 'প্রকৃতিকে' আল্লাহ্‌তায়ালা كتاب مكنون এবং তাঁহার 'বিধানগ্রন্থ' কোরআনকে كتاب مبين বলিয়াছেন। এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। পুনরায়, আল্লাহ্‌তায়ালা যখন সারা সৃষ্টিকে মানুষের জন্য অস্তিত্বে আনিয়াছেন, তখন প্রকৃতির নিয়ম, মানবের প্রকৃতি এবং পবিত্র কোরআনের বিধান সব এক নিয়মের সূত্রে বাঁধা।

ডি এন এ-এর বিধিলিপি

বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, ডি এন এ-স্থিত নির্দেশনামা পরিবর্তিত হয়না; তবে **Rediation** (আলো বা তাপের বিকিরণ) অথবা **accident** (আকস্মিক দুর্ঘটনার) দ্বারা পরিবর্তিত হইতে পারে। মানবের আধ্যাত্মিক স্তরেও ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। যদি সে তাহার কুক্রিয়া দ্বারা আধ্যাত্মিক বিকৃতি ঘটাইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবে তাহার আধ্যাত্মিক ডি এন এ তাহার জন্য শাস্তির নির্দেশ লিপিবদ্ধ করিবে। এই নির্দেশ পরিবর্তিত হইতে পারে দোয়ার দ্বারা, যাহা **Radiation**-এর অনুরূপ। অনুতাপের উত্তাপ ও অশ্রুজল এবং দোয়ার আলোকের দ্বারা ঐ লেখা মুছিয়া যায়। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর এক হাদিস আছে।

لا يرد القضاء الا بالدعاء -

অর্থাৎ "বিধি পরিবর্তিত হয় না, পরন্তু দোয়ার দ্বারা।"

আবার আকস্মিক দুর্ঘটনারূপে আল্লাহ্‌তায়ালার আযাব দ্বারাও মানুষের জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। পৃথিবীতে নবী আসেন বশীর এবং নজীর রূপে। বশীরের প্রকাশনা হয় তাঁহার দোয়ার মাধ্যমে এবং নজীরের প্রকাশনা হয় আল্লাহ্‌তায়ালার আযাবের প্রকাশনার মাধ্যমে। ব্যক্তির জীবনে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে **Radition** বা **accident** দ্বারা তাহার একার জীবনগতি পরিবর্তিত হয়। কিন্তু নবীর আগমনে মানব নির্বিশেষের জন্য দোয়ার ফলে বা তাঁহাকে অমান্য করার জন্য আল্লাহতায়ালার দেওয়া আযাবের ফলে জাতি ও জগতের গতি পরিবর্তিত হয়। সুতরাং এইদিক দিয়াও বৈজ্ঞানিকগণের দেহ সম্বন্ধীয় গবেষণার সহিত মানবের আধ্যাত্মিক দিকেরও সমতা রহিয়াছে।

নফস ও আত্মা

আমাদিগের জৈব জননকোষের ডি এন এর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরিয়া বংশগতি চলিতে থাকে, কিন্তু ব্যক্তির জীবনের মেয়াদ যেদিন শেষ হইয়া আসে, সেদিন মূল জননকোষের মৃত্যু ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহস্থ সকল কোষেই মৃত্যুর আদেশ ঘোষিত হইয়া সব শান্ত হইয়া যায়। জন্মের সময় মূল জননকোষের সহিত সকল কোষের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া প্রতি কোষে মূল কোষের শক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল উহা ছিন্ন হইয়া

যায়। কিন্তু জৈব কোষস্থিত ডি এন এ-র সমান্তরাল আত্মার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ডি এন এর সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা পরলোকে চলিয়া যায়। জৈব জননকোষের ডি এন এ-তে থাকে তাহার ইহলৌকিক বংশগতি এবং তাহার আধ্যাত্মিক ডি এন এ-তে থাকে তাহার নিজের পারলৌকিক জীবনগতি।

আত্মা অমর, কিন্তু জীবকোষ মরণশীল। প্রত্যেক জীবকোষের মৃত্যু আছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

كل نفس ذائقة الموت -

অর্থাৎ—"প্রত্যেক নফস মৃত্যু বরণ করিবে।" জীবকোষে মানুষের নিম্নসত্তা থাকে এবং উহার উর্ধে থাকে তাহার উর্ধসত্তা 'আত্মা'। তাহার নিম্নসত্তার মৃত্যু আছে। কিন্তু উর্ধসত্তার মৃত্যু নাই। নিম্ন ও মরণশীল সত্তাকে নফস বলে এবং উর্ধ ও অমর সত্তাকে রুহ্‌ বলে। রুহ্‌ জীবকোষের জড় অংশ নহে বরং তড়িৎ শক্তি সঞ্চারিত তারের প্রতি অনুতে অনুতে যেমন বিদ্যুতের প্রবাহ গতিশীল ও ক্রিয়াশীল থাকে, তেমনি আমাদিগের রুহ্‌ও আমাদিগের জড় দেহের জড় সঙ্গী না হইয়াও প্রতি জীবকোষে বর্তমান ও ক্রিয়াশীল থাকে। জন্মের সময়ে দেহের সহিত ইহার স্থাপিত যোগাযোগ ইহলৌকিক জীবনের কারণ এবং উহার সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ায় ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ।

যতদিন পর্যন্ত জৈব ডি এন এ-তে আত্মার স্তর হইতে বিবেকের নির্দেশ ও বাহির হইতে আল্লাহ্‌-তায়ালার প্রেরিত পুরুষ ও তাঁহার শিক্ষার সামঞ্জস্যে মানুষের নফস পরিচালিত হয় নাই, ততদিন মানুষ অপরাপর জীবের ন্যায় এক প্রকার জীব ছিল, যে কথা আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমে বলিয়া আসিয়াছি এবং ঐ অবস্থায়ই 'নফসে' আম্মারার অবস্থা।

আমাদিগের চোখের জ্যোতিঃ থাকা সত্ত্বেও উহাকে দৃষ্টিমান করিবার জন্য যেমন প্রাকৃতিক সূর্যের আলো ও দৃশ্যের প্রয়োজন, আমাদিগের কর্ণে শ্রবণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও যেমন উহাকে শ্রুতিমান করিবার জন্য ইথারের তরঙ্গ ও শব্দের প্রয়োজন, তেমনি আমাদিগের বিবেকের ধ্বনি ও দৃষ্টিকে যথাক্রমে শ্রুতিমান ও দৃষ্টিমান করিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত পুরুষের কণ্ঠে আল্লাহ্‌-তায়ালার বাণী ও উহার প্রতিক্রিয়ার ফলাফলের দৃশ্য প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। নবীর আগমনে মানুষের আত্মা ও অন্তকরণ খুলিতে ও চক্ষু মেলিতে লাগিল এবং ভাল মন্দ দেখিয়া শুনিয়া তাহার বিবেক-কণ্ঠে অবস্থানুযায়ী প্রেরণা বা প্রতিরোধ বাণী ফুটিতে লাগিল। বংশগতির ধারায় যুগ যুগ ধরিয়া এ বাণী মানবের অন্তরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর এবং উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া আসিয়াছে। মোটকথা ভাল কাজের সহিত প্রাকৃতিক বিধানের সামঞ্জস্য হেতু কাজে সুফল ও তজ্জনিত মনে শান্তি ও আনন্দ এবং মন্দ কাজের সহিত প্রাকৃতিক বিধানের অসামঞ্জস্য হেতু মন্দ ফল ও তজ্জনিত মনে অশান্তি ও নৈরাশ্য ভোগ করিতে থাকার ধারায় মানুষ পশুর স্তর হইতে মানবতার পথে অগ্রগতিলাভ করিতে থাকে এবং তাহার মধ্যে তিরস্কার-কারী আত্মা মাথা চাড়া দিয়া উঠে, যাহাকে 'নফসে লওয়ামা' বলে। ক্রমে যখন সে নফসে লওয়ামার তাড়নে আল্লাহ্‌তায়ালার দেওয়া শরিয়তের পূর্ণ আনুগত্য করে, তখন তাহার কর্মের সহিত একদিকে প্রকৃতি ও অপরদিকে বিবেকের ধ্বনির সহিত সমতা হেতু তাহার আত্মার শান্ত-অবস্থা লাভ ঘটে, যাহাকে 'নফসে মুতমায়িন্না' বলে। যাহারা ইহজীবনে এই অবস্থালাভ করে, মরণে তাহাদিগের জন্য সোজা স্বর্গ লাভের ব্যবস্থা হয়। এ আলোচনা যথাসময়ে আসিবে।

ডি এন এ-র অনুগ্রন্থের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য

ডি এন এ-র অণু-টেপগ্রন্থ এত ক্ষুদ্র যে, তাহাতে কোন লেখা থাকা এবং এত বেশী লেখা থাকা

কি ভাবে সম্ভব তাহা হয়ত অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু এদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদিগকে বিষয়টি বুঝিতে সহজ করিয়া দিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মান গুপ্তচরগণ লোক চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ডাকযোগে পত্রে ক্ষুদ্র বিন্দুর সারি আঁকিয়া খবরাখবর আদান প্রদান করিত। ইহাকে ইংরাজিতে **Micro dot message** বলে। পোষ্টকার্ডের শিরোনামার পৃষ্ঠে নাম ঠিকানা লেখার বরাবর বিন্দুর সারি রাখিয়া গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ্যভাবে প্রেরণ করা হইত। এক একটি বিন্দুর মধ্যে ফুলস্কেপ সাইজের এক পৃষ্ঠা টাইপ করা লেখা সংকুচিত করিয়া, মাত্র কয়েকটি লাইনের বিন্দুগুলি দিয়া এক পুস্তক সংবাদ পাঠান হইত। যাহারা এ বিষয় বিস্তৃতভাবে অবগত হইতে চাহেন তাহারা **Secrets and Stories of the War, Vol-I**—এর ৫১ হইতে ৫৭ পৃষ্ঠা পড়ুন। উক্ত পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিন্দু দিয়া লেখা একটি পোষ্টকার্ড ও একটি বিন্দুর মধ্যে লেখা বড় সাইজে টাইপ ছবিও দেওয়া আছে। তখন হইতে বড় লেখাকে ছোট করিবার সূচনা হয়। এ বিজ্ঞানে মানুষ এখন অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে। সম্ভাবিত আণবিক যুদ্ধে মহা ধ্বংসের আশঙ্কায় পাশ্চাত্যের বড় বড় লাইব্রেরীর পুস্তকগুলির সমস্ত লেখার ক্ষুদ্র ফিল্ম তৈয়ার করা হইয়াছে। এক বিরাট লাইব্রেরীর লক্ষাধিক পুস্তকের লেখাকে এমন ফিল্মে তোলা যায়, যাহা একটি দেয়াসলাইয়ের বাক্সে রাখা যাইতে পারে। ধ্বংসের কবল হইতে অর্জিত জ্ঞানকে সংরক্ষণ করার জন্য এইগুলিকে কোন নিরাপদ স্থানে মাটির নীচে নিরাপদ পাত্রের মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখা হইবে। ক্ষুদ্র লেখায় এই ব্যবস্থা ব্যতিরেকে শব্দকে নীরব ফিল্মে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য টেপ রেকর্ডে আমরা যে সকল বক্তৃতা নকল করিয়া রাখি, উহার উপর যে শব্দ চিহ্ন আঁকিয়া যায়, উহাও ডি এন এ লিখিত আমাদের কথা কিভাবে লেখা থাকে বুঝিবার জন্য আমাদিগকে সাহায্য করে। সুতরাং বিশ্ব স্রষ্টা এক অণুর মধ্যে যে মহাগ্রন্থ লেখার আয়োজন রাখিতে পারেন, তাহাতে আর আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। যে মহান স্রষ্টা বিশ্ব মন্থন করিয়া সীমাহীন উন্নতির শক্তি দিয়া বিন্দুবৎ বীর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার জন্য উহার মধ্যে এক জীবনগ্রন্থ লিখিবার স্থান করা কোন কঠিন কাজ নহে।

★

কাশ্মীরের কাহিনী

[য. আ. দ্বারা লিখিত]

সাপ্তাহিক লাহোর পত্রিকা হইতে অনূদিত

(কাশ্মীরের ইতিহাসের কয়েকটি গোপন পাতা)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কংগ্রেসীদের বক্তৃতা

১৯৩১ সনের জুন মাসে কংগ্রেসী নেতাদের যে বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ কাশ্মীরবাসীর দুঃখ কষ্টের বর্ণনায় পূর্ণ ছিল।

শ্রীমতি কমলা নেহেরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"সে দিন অতীত হইয়াছে, যখন প্রজাসাধারণ কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া বিনা প্রতিবাদে সর্ব প্রকার জোর জুলুমের খেয়াল নির্বিবাদে বহন করিয়া যাইত।

দেশীয় রাজ্যের নরপতিদের জানা উচিত যে, ভারতের কোণে কোণে (দেশীয় রাজ্যও যাহার অন্তর্ভুক্ত) আজ এক বিরাট জাগরণ আসিতেছে। তাহারা যদি বিচার বুদ্ধি এবং দেশ প্রেমের পরিচয় না দিতে পারে তবে অন্যান্য শাসকদের যে অবস্থা হইয়াছে তাহাদেরও সেই পরিণাম হইবে।"

মিঃ সুভাস চন্দ্র বসু আরও পরিষ্কার করিয়া বলেন, "ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্তাদের কোনই স্থান দেখা যাইতেছে না। দেশীয় রাজ্যের মালিকগণ যদি কংগ্রেসের ঘোষণা অনুযায়ী মাসিক পাঁচ শত টাকা ভাতা লইতে সম্মত থাকেন তবে সম্ভবত কিছু কালের জন্য তাহাদের অস্তিত্ব বজায় থাকিতেও পারে।"

যে মহান পুরুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরাট কাজ করিয়াছেন তাহার সহকর্মীগণ তখন সংবাদ পত্রে জোরাল ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন এবং ঐ সকল প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হইল যে, কাশ্মীরের ক্ষমতাসিনদের দ্বারা তথাকার জনসাধারণ বিশেষ করিয়া মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত জুলুম অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা বাহ্য দৃষ্টিতে ধারণা করিয়া থাকে যে, কাশ্মীরের জনসাধারণ বিশেষ করিয়া মুসলমানগণ অপমান ও অসম্মানের যে গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এই সীমাহীন কঠোরতাই তাহাদিগকে অলসতার নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিতেছে। এমন সময় আসিবে যখন এই সমস্ত দেশীয় রাজ্য বুঝিতে পারিবে যে, প্রজাদের এক বিরাট অংশকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে অত্যাচারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করিয়া রাখার প্রতিক্রিয়া না হইয়া পারে না। অবস্থার গতিধারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সময়মত সতর্ক হইলে, তাহারা যতটা লাভবান হইতে পারিবে পরে তাহা সম্ভবপর হইবে না।

আন্দোলনের তৎপরতা

ঈদের নামাজে খোতবা পাঠে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইয়াছিল তজ্জন্য জম্মুর মুসলমানগণ আইন সম্মত উপায়ে প্রশংসনীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা এই প্রকাশ্য অবিচার ও ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বীরোচিত আওয়াজ তুলিল এবং ভারতের ৪।৫ জন বিশিষ্ট নেতাকে যাহার মধ্যে সেই মহান পুরুষও ছিলেন, রেজেষ্ট্রী পত্র দ্বারা অবহিত করিয়া সাহায্যের আবেদন জানাইল।

কাশ্মীরের প্রাথমিক সময়ের নেতাদের মধ্য হইতে মৌলানা মুফতি জিয়াউদ্দিন সাহেব জিয়া (যিনি জাতির জন্য বহুবার জেল এবং নির্বাসন দণ্ড ভোগ

করিয়াছিলেন) লেখককে জানাইলেন যে, সেই মহান পুরুষ একদিকে যেমন আমাদের আবেদন পত্র পাওয়া মাত্রই বিপুল পরিমান অর্থ দ্বারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন এবং আমাদের এই পদক্ষেপ অন্তরের সহিত প্রশংসা করিয়াছেন, যাহা আমরা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের নিরাপত্তার জন্য আইনসম্মত ভাবে করিয়াছি এবং আমাদিগকে নিশ্চিত আশ্বাস দান করিয়াছেন যে ইনশা-আল্লাহ্ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিবই। কেবল তাহাই নহে বরং তিনি ইংরেজ সরকারকে জানাইয়াছেন যে, নামাজের সহিত খোতবা পাঠ ধর্মের আবশ্যকীয় অঙ্গ। ইহাতে হস্তক্ষেপ করা এবং বাধা-নিষেধ আরোপ করা বিশেষ লজ্জাজনক ব্যাপার। খুতবার মধ্যে যদি সরকারবিরোধী কোন কথা থাকে, তবে খতিবকে নিয়মিত ভাবে আইন আমলে আনা যাইতে পারিত। কিন্তু কথায় কথায় যেখানে জনগণের কণ্ঠরোধ করা হইয়া থাকে, সেখানে সরকার বিরোধী একটি বাক্যও কোন খতিবের মুখ হইতে বাহির হইবার স্পর্দ্ধা কি করিয়া থাকিতে পারে তাহা চিন্তা করা যায় না। সুতরাং আর্য্য সমাজী ডি. পি. আই কর্তৃক খুতবা বন্ধ করিয়া মুসলমানদের প্রাণে অযথা আঘাত দেওয়া এবং নিজ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বৈ আর কিছু নহে। আমি আশা করি রাজ্যের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এই কাজকে মোটেই সুনজরে দেখিবেন না। প্রথমতঃ তাহাদেরই ইহা তদারক করা কর্তব্য নতুবা মুসলমানদিগকে প্রচলিত আইন মোতাবেক ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া উচিত।

হিন্দু প্রেসের একাংশ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল যে, ইহা একটি সামান্য বিষয় কিন্তু মুসলমানগণ ইহাকে অযথা ফলাও করিয়া প্রচার করিতেছে। এমনকি বহুল প্রচারিত একখানা পত্রিকায় লিখিল— "অতি সামান্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সাব-ইনস্পেক্টর জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ইহা বক্তৃতা না ঈদ সম্বন্ধে কোন ওয়াজ। মাত্র এই কথাতেই মুসলমানগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং অশোভন উক্তি দ্বারা সাব-ইনস্পেক্টরকে আপ্যায়ন করিল। অতঃপর ইনস্পেক্টার চুপচাপ তথা হইতে সরিয়া পড়েন।" কিন্তু সেই মহান ব্যক্তি এই মনগড়া উক্তির বিশেষ জোরের সহিত প্রতিবাদ প্রচার করিলেন। ফলে হিন্দুদের প্রোপাগাণ্ডা ম্লান হইয়া পড়িল এবং রাজ্য-প্রধানরাও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সুতরাং রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া এইরূপে দেখা দিল। আই. জি পুলিশের নির্দেশ মতে ইনস্পেক্টারকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া সরকারী তদন্তের আদেশ হইল।

পবিত্র কালামের অবমাননার ঘটনা মহারাজার বিবেককে দংশন করিল। সুতরাং তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি বাধ্য হইলেন। বিভাগীয় মন্ত্রী মিঃ ওয়েকফীল্ড তদন্ত করিবার জন্য শ্রীনগর হইতে জম্মু আগমন করিলেন এবং ইসলামী আঞ্জুমান সমূহের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীগণকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা জানাইতে অনুরোধ করিলেন। তখন মুসলমানগণ মৌখিক নিজেদের দাবী-দাওয়া জানাইলেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শুনিয়া বলিলেন, ধর্মীয় ব্যাপারের মীমাংসা এখানেই করিয়া দিব। কিন্তু সরকার সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আপনারা আমার সঙ্গে কাশ্মীরে চলুন। আমি আপনাদিগকে মহারাজা বাহাদুরের সমীপে হাজির করিয়া আপনাদের দাবী-দাওয়া পেশ করিব।

শ্রবণ এবং শ্রবণের ধারা

দ্বিতীয় দিবস পবিত্র কোরআনের অবমাননার মামলা উত্থাপিত হইল। মিঃ ওয়েকফীল্ড মুসলমানদের পক্ষ হইতে দুইজন প্রতিনিধি (এম, ইয়াকুব সাহেব

মরহুম এবং সৈয়দ আলতাফ শাহ সাহেবকে) নিজের সঙ্গে লইলেন এবং দুইদিন তদন্ত করিবার পর তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইলেন :—

—মিঃ ওয়েকফীল্ড, কাশ্মীর সরকারের প্রতিনিধি –

"পবিত্র কোরআনের অবমাননা করা হইয়াছে তাহা আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্তু আমার ধারণা ইহা অসাবধানতা বশতঃ হইয়াছে—আমি সরল অন্তঃকরণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি।"

—এম, ইয়াকুব আলী, মোসসেম প্রতিনিধি—

"আমি খোদাতায়ালাকে হাজির নাজির জানিয়া ধর্মতঃ বলিতেছি যে, পবিত্র কোরআনের অবমাননা করা হইয়াছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইহা করিয়াছেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া মন্দ বলিয়াছেন।"

—সৈয়দ আলতাফ আলী শাহ, মোসলেম প্রতিনিধি—

"আমার ধারনায় পবিত্র কোরআনের অবমাননা-করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে কোরআন শরীফ হাত হইতে ছিনাইয়া নিয়া দূরে মাটিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। কোরআন শরীফ বিছানার ভিতরে ছিল এবং তাহা মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মোটকথা, অবমাননা নিশ্চয়ই করা হইয়াছে।"

মোকদ্দমার নিষ্পত্তি।

রাজ্য কতৃপক্ষ এই মোকদ্দমার কিস্তুতকিমাকার মীমাংসা করিলেন। হিন্দু কনষ্টবলকে (যাহার চাকরী ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল) পেনশান দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং মুসলমান কনেষ্টবলকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইল।

জম্মু এবং কাশ্মীর উভয় অংশে তখন প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং পাঞ্জাবের প্রেস এবং সভা-সমিতিতে কাশ্মীরের মুসলমানদের অত্যাচার উৎপীড়নের আলাপ-আলোচনা চলিত। শ্রীনগরের রিডিং-রুম পার্টি শ্রীনগরের উভয় ধর্মীয়নেতা অর্থাৎ মীর ওয়ায়েজ আহমদুল্লাহ সাহেব হামদানি এবং মীর ওয়ায়েজ মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের সহযোগিতায় আশ্বাস পাইয়াছিলেন এবং জামে মসজিদ এবং খানকাহ মো'য়াল্লায় নিয়মিতভাবে সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

মহারাজার সমীপে দাবী-দাওয়া পেশ

মিঃ ওয়েকফীল্ডের কথামতে জম্মুর মুসলমানগণ মহারাজার সমীপে নিজেদের দাবী-দাওয়া পেশ করিবার জন্য ৪ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন।

১। চৌধুরী গোলাম আব্বাস ২। এম, ইয়াকুব আলী ৩। সরদার গৌহার রহমান ৪। শেখ আবদুল হামিদ, এডভোকেট।

১৯৩১ সনের ২১শে জুন তারিখে শ্রীনগরের মুসলমানদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে ৭ ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হয়। ১। শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ২। মীর ওয়ায়েজ আহমদুল্লাহ হামদানি ৩। মীর ওয়ায়েজ ইউসুফ শাহ ৪। খাজা শাযাদউদ্দিন ৫। খাজা গোলাম আহ্‌মদ এলাহি ৬। মুনশি শাহাবুদ্দিন ৭। আগা সৈয়দ হোসেন শাহ জালালী।

মোরাদাবাদ জিলার আমরোহের জনৈক মুসলমান (যাহার নাম ছিল মিঃ আবদুল কাদের) কয়েকজন ইংরেজের সহিত গাইড হিসাবে আসিয়াছিলেন, তিনিও ঐ জলসায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং বক্তৃত প্রসঙ্গে তিনি মুসলমানদিগকে অসম্মান-জনক জীবন-যাপন ত্যাগ করিবার উপদেশ দান করিলেন। রাজ্য কতৃপক্ষ তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া হাজতে প্রেরণ করিলেন।

পাঞ্জাব এবং ইউ-পি'র মুসলীম সংবাদ-পত্র সমূহ বিশেষতঃ 'ইনকালাব' 'আলফজল' 'সিয়াসত' 'আল-আমান' 'সানরাইজ' এবং 'লাইট' পাত্রকা সমূহে বেশ জোরাল ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। অপর পক্ষে হিন্দু পত্রিকাসমূহ ইহাকে অযথা হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন আখ্যা দিয়া এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়া রাজ্য কতৃপক্ষকে কঠোরতা অবলম্বনের উপদেশ দান করিল। (ক্রমশঃ)

শাস্ত্রীর বিফলতা এবং পাকিস্তানের বিজয় সম্বন্ধে

আজিমুশ্‌শান ভবিষ্যদ্বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم ٥

আহ্‌মাদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

رات دو بجنے میں سات منٹ باقی تھے کہ میں نے دیکھا کہ یکایک زمین ہلنی شروع ہوئی - پھر ایک زور کا دھکا لگا - میں نے رؤیا ہی میں گھر والوں کو کہا کہ اٹھو زلزلہ آیا ہے اور یہ بھی کہا کہ مبارک کہو اسی حالت رؤیا میں یہ بھی خیال آیا کہ شاستری کی پیشگوئی غلط نکلی ٥

(۲۹ اپریل سنہ ۱۹۰۵) (تذکرہ صفحہ ۵۳۹)

অর্থঃ

রাত্রি দুইটা বাজিতে সাত মিনিট বাকি ছিল, আমি (সত্য স্বপ্ন) দেখিলাম যেন, সহসা জমিন দুলিতে আরম্ভ হইল। পুনরায় প্রচণ্ড আকারের এক ধাক্কা লাগিল। রুইয়ার মধ্যে বাটীস্থ সকলকে বলিলাম, 'উঠ ভূমিকম্প হইতেছে' এবং আমি আরও বলিলাম, 'মোবারককে সঙ্গে লও।' রুইয়ার অবস্থাতেই আমার ইহাও খেয়াল হইল যে, শাস্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে। (২৯শে এপ্রিল, ১৯০৫ সাল)।

(তাজকেরা। দ্বিতীয় সংস্করণ পৃষ্ঠা—৫৩৯)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) অন্যত্র ভূমিকম্পের অর্থ যুদ্ধ বা অনুরূপ কোন বিপদ যাহাতে জমিন কাঁপে বলিয়া জানাইয়াছেন।

১৯৬৫ ইং সালের গত ৬ই সেপ্টেম্বর ভোরে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই ভারত সহসা কাপুরুষের ন্যায় পাকিস্তান আক্রমণ করার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিঃ শাস্ত্রী ভারতের লোক সভায় মহা উল্লাস-ধ্বনির মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফল (অর্থাৎ বিজয়) লাভ হইবে। শাস্ত্রীর এহেন হীন আশার নিষ্ফলতার কথা আজ হইতে ৬০ বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌-তায়ালা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে জানাইয়াছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীতে "মোবারক'কে সঙ্গে লইবার উল্লেখ দ্বারা ইহাও জানান হইয়াছে যে, এই যুদ্ধের ফল পাকিস্তানের জন্য মোবারক হইবে। সমস্ত প্রশংসা সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য।

* * *

আহ্‌মাদীয়া জামাতের বর্তমান খলিফা হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (আইঃ)-এর কাশ্মীর ও পাকিস্তান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

(নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী তিনি ১৯৫৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর আহ্‌মদীয়া জামাতের সালানা জলসা উপলক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের রাবওয়া মোকামে লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং উর্দু আল-ফজল পত্রিকায় ১৯৫৭ সালের ১৫ই মার্চ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।)

ভবিষ্যদ্বাণী

رہی ہیں یعنی پاکستان کو جنوب اور مشرق کی طرف سے خطرہ ہے لیکن ایسے سامان پیدا ہو رہے ہیں کہ ہندوستان کو شمال اور مشرق کی طرف سے شدید خطرہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ خطرہ ایسا ہوگا کہ باوجود طاقت اور قوت کے ہندوستان اسکا مقابلہ نہیں کرسکیگا اور روس کی ہمدردی بھی اس سے جاتی رہے گی - سو دعائیں کرو اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری گورنمنٹ کمزور ہے - یا ہم کمزور ہیں - خدا کی انگلی اشارے کر رہی ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں - اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کریگا کہ روس اور اس کے درست ہندوستان سے الگ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کریگا کہ امریکہ یہ محسوس کریگا کہ اگر میں نے جلدی قدم نہ اٹھایا تو میرے قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے روس اور اسکے دوست بیچ میں گھس آئیں گے - پس مایوس نہ ہو اور خدا تعالیٰ پر توکل رکھو - اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ کے اندر ایسے سامان پیدا کر دے گا - آخر دیکھو یہودیوں نے تیرہ سو سال انتظار کیا اور پھر فلسطین میں آگئے - مگر آپ لوگوں کو تیرہ سو سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا - ممکن ہے تیرہ بھی نہ کرنا پڑے - ممکن ہے دس بھی نہ کرنا پڑے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے نمونے تمہیں دکھائیگا *

(الفضل ۱۵ مارچ سنہ ۱۹۵۷)

ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کو ایک بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے - اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے - کشمیر کے مسئلہ میں آج تک پاکستان حیران بیٹھا ہے - اور پاکستانی گورنمنٹ سے بھی زیادہ حیران بیٹھے ہیں - یہ سب کو نظر آرہا ہے کہ جب تک کشمیر نہ ملا پاکستان محفوظ نہیں رہ سکتا - اور یہ بھی سب کو نظر آرہا ہے کہ کرنا کرانا کسی نے کچھ نہیں - سب حیران ہیں - پاکستان کی نظر امریکہ پڑے اور امریکہ کی نظر روس پڑے کہ اگر کسی وقت پاکستان نے ادھر ہلچل کی تو روس اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر دیگا یا گلگت میں داخل کر دیگا - اس حیرت میں پاکستانی گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی - میں اپنی جماعت کو ایک تریم کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب دعائیں ہونگی تو کشمیر کے متعلق بھی دعائیں کریں - دوسرے میں ان کو یہ تسلی بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامان نرالے ہوتے ہیں - میں جب پارٹیشن کے بعد آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے تقریروں میں اسطرف اشارہ کیا تھا مگر گورنمنٹ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا - اب نظر آرہا ہے کہ وہی باتیں جو میں نے ظاہر کیا تھا وہ پوری ہو

অর্থঃ

আমি একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের পাকিস্তানের উপর একটি বড় বিপদ দোদুল্যমান হইয়া রহিয়াছে। উহা হইল কাশ্মীর সমস্যা। এই সমস্যা লইয়া আজ পর্যন্ত পাকিস্তান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা পাকিস্তানের অধিবাসীগণ বেশী বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সকলেই পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করিতেছে যে, কাশ্মীর না পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান নিরাপদ হইতে পারে না এবং ইহাও সকলেই বুঝিতেছে যে, কাহারও যেন করিবার কিছুই নাই। সকলেই বিভ্রান্ত। পাকিস্তানের দৃষ্টি আমেরিকার উপর, আমেরিকার দৃষ্টি রাশিয়ার উপর। ভাবিতেছে যে, কোন সময়ে যদি পাকিস্তান গোলমাল করিয়া বসে, তাহা হইলে রাশিয়া নিজ সৈন্য সামন্ত আফগানিস্তানে অথবা গিলগিটে চালনা করিয়া দিবে। এই আশঙ্কায় পাকিস্তান সরকার কিছুই করিতেছে না। আমি আমার জামাতকে ইহা বলিতে চাই যে, আজ যখন দোয়া হইবে তখন কাশ্মীরের জন্যও সকলে দোয়া করিবে। দ্বিতীয়তঃ আমি সকলকে এই সান্ত্বনা দিতে চাই যে, আল্লাহ্‌তা'লার উপকরণ বিচিত্র হইয়া থাকে। আমি যখন দেশ-বিভাগের পর আসি, তখনও আমি আমার বক্তৃতা সমূহের মধ্যে এইদিকে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আমার কথা কাজে লাগায় নাই। এখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, আমি যাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাই পূর্ণ হইতে চলিয়াছে অর্থাৎ দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক হইতে পাকিস্তানের বিপদ রহিয়াছে। কিন্তু এরূপ উপকরণ সৃষ্টি হইতেছে যে, উত্তর এবং পূর্ব দিক হইতে হিন্দুস্থানে ভীষণ বিপদ দেখা দিবে এবং উহা এরূপ বিপদ যে, শক্তি ও সামর্থ থাকা সত্বেও হিন্দুস্থান তাহার মোকাবেলা করিতে পারিবে না। সে রাশিয়ার সহানুভূতি হারাইতে থাকিবে। সুতরাং দোয়া কর। ইহা মনে করিও না যে, আমাদের গভর্ণমেণ্ট দুর্বল অথবা আমরা দুর্বল। খোদাতালার অঙ্গুলী ইশারা করিতেছে এবং আমি উহা দেখিতে পাইতেছি। আল্লাহ্‌তালা এমন উপকরণ সৃষ্টি করিবেন যে, রাশিয়া এবং তার বন্ধু, হিন্দুস্তান হইতে পৃথক হইয়া যাইবে; এবং আল্লাহ্‌-তায়ালা এরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিবেন যে, আমেরিকা ইহা অনুভব করিবে—"আমি যদি শীঘ্র পা না বাড়াই, তাহা হইলে আমার আগে না বাড়ার জন্য রাশিয়া এবং তাহার বন্ধু মাঝে ঢুকিয়া পড়িবে।" সুতরাং নিরাশ হইও না। খোদাতালার উপর ভরসা কর। আল্লাহ্‌তালা কিছু সময়ের মধ্যে এই সমস্ত উপকরণ সৃষ্টি করিবেন। ভাবিয়া দেখ, ইহুদীগণ ১৩০০ (তেরশত) বৎসর অপেক্ষা করিবার পর ফিলিস্তিনে আসে, কিন্তু তোমাদিগকে ১৩০০ (তেরশত) বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে না। হইতে পারে ১৩ (তের) বৎসরও অপেক্ষা করিতে হইবে না। এমনকি দশ বৎসরও না এবং আল্লাহ্‌তালা আপন আশিসের নিদর্শন সমূহ তোমাদিগকে দেখাইবেন। (আল-ফযল, ১৫ই মার্চ, ১৯৫৭ খ্রীঃ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে ১৯৫৭ সাল হইতে অদ্যাবধি কাশ্মীর সংক্রান্ত ঘটনাবলীর পূর্ণ চিত্র বিরাজমান এবং পরে যাহা ঘটিবে তাহাও পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী রবওয়াতে (লাহোরের ১০০ মাইল উত্তর পশ্চিমে) করা হয়। সে মতে দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকের বিপদ ইদানিং ভারতের পশ্চিম পাকিস্তানের আক্রমণে আংশিক ফলিয়াছে এবং আংশিক এখনও সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যের আক্রমণ উদ্যত অবস্থানে দোদুল্যমান রহিয়াছে। লাদাখ এবং সিকিমের সীমান্ত হইতে হিন্দুস্তানের ঘাঁটি অপসারন এবং চীনের এলাকা ছাড়িয়া দিবার জন্য ভারতের প্রতি চীনের ক্রমাগত দাবীতে উত্তর এবং পূর্ব হইতে ভীষণ বিপদের ভবিষ্যদ্বাণী ভারতের মস্তকে উদ্যত রহিয়াছে।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

শেষ রক্ত বিন্দু দিব—তাই বলে……!

নয়াদিল্লীর হিন্দুস্তান 'টাইমস' পত্রিকার গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় ভারতীয় লোকসভার সদস্যদের 'দৃঢ় মনোবল' সম্পর্কে একটি মজাদার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে সম্প্রতি লোকসভার দু'জন সদস্য একটি রক্তদান কেন্দ্রে গমন করে জোয়ানদের জন্য রক্তদানের খাহেশ জাহির করেন।

ডাক্তার তাঁদেরকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন। তখন একজন সদস্য রাগতঃস্বরে বল্লেন, আমাদের অপেক্ষা করার সময় নেই। আপনার জানা উচিত, আমরা লোকসভার সদস্য।

ডাক্তার তখন তাড়াতাড়ি করে রক্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ডাক্তারের কাছে রক্তদানের পরিমাণের কথা শুনে একজন সদস্য ঘাবড়িয়ে গেলেন। ভীত হয়ে অপর জন বল্লেন, কতটুকু রক্ত নিবেন তা আগেই বলা উচিত ছিল।

অথচ দেশরক্ষা মন্ত্রী মিঃ চৌহান যখন ভারতীয় বাহিনীর যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করার কথা ঘোষণা করেন তখন এসব মহাবীর সদস্যরাই উৎসাহ ভরে নাচতে শুরু করেছিলেন। তাঁরাই কত ভাবে, কত সুরে দেশের জন্য শেষ রক্ত বিন্দু দানের কথা জোর গলায় দেশবাসিকে শুনিয়েছেন। কিন্তু এদের আচরণ দেখে ছেলেদের একটি ছড়ার কথা মনে পড়লো :

খোকন যাবে শিকার করতে,
দূর গাঁয়ের বনে,
লাল জুতা, লাল মোজা
দিছেন বাবা কিনে।
কি মারবে, কি মারবে
এতটুকুন ছেলে,
ব্যাঙ মারবে, ছুঁচো মারবে
সামনে ধরে দিলে।"

বহুগুণ বেশী সৈন্য সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হিন্দুস্থান বিনা ঘোষণায় পাকিস্তানের পবিত্র ভূমিকে আক্রমণ করাকে বোধ হয় ছেলে খেলাই মনে করেছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের বলে বলীয়ান ও ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা যে এদেরকে ব্যাঙ ছুঁচোর মত মারতে থাকবে একথা ওদের মন মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। যে দেশের নেতারা জোয়ানদের জন্য সামান্য রক্তদানে ঘাবড়িয়ে যান, সে দেশের সৈন্যদের শৌর্য বীর্যের কথা সহজেই অনুমেয়। বাস্তব ক্ষেত্রেও এর পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে।

এই যুগে যখন অধর্ম ও তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার [যাকে সহজ কথায় বলা যায় মোনাফেকাত] প্রবল স্রোত দুনিয়াকে গ্রাস করতে বসেছে তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ধর্মের নামে, ইসলামের নামে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। সুতরাং পাকিস্তানী সৈন্যরা যে ইসলামী আদর্শ ও শৌর্য বীর্যের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে—একথা ঐসব 'মহাবীর ত্যাগীদের' ভেবে দেখা উচিত ছিল। পূর্বাহ্নে একথা ভেবে আক্রমণ হতে বিরত থাকলে ওরা ভারতকে অপমানের ভরাডুবি হতে রক্ষা করতে পারতেন। আর বুঝতে পারতেন যে পাকিস্তানীরা আদর্শ, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ রক্ত বিন্দু দিতে কখনও পশ্চাৎপদ হবে না।

★

'Al-Bushra'

Illustrated Quarterly Journal in Arabic.

Published by:

Al-Jamia Ahmadiyya, Rabwah,
West Pakistan.

ARTICLES CONTRIBUTED BY
EMINENT WRITERS OF THE ARAB WORLD

Annual Subscription:
Pakistan Rs. 5·00
Other Countries—Sh. 10/-
—Post Free—

The East African Times

AN ENGLISH LANGUAGE MAGAZINE

Published fortnightly in

KENYA

on

CULTURAL. SOCIAL, RELIGIOUS, EDUCATIONAL POLITICAL AND CONTEMPORARY AFFAIRS OF KENYA and E. AFRICA.

Annual Subscription Sh. 10/-

Write to

P. O. Box 554

NAIROBI, KENYA

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে এবং অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—	হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন :	,,	মৌলবী মোহাম্মাদ বি. এ.
৩।	মৌজুদা ইছাইয়ত কা তারেফ (উর্দ্দু)	,,	মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী
৪।	Jesus live up to the old age of 120	,,	মৌলানা জালালউদ্দীন শামছ্‌
৫।	সুসমাচার	,,	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,,	,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,,	,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,,	,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,,	,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,,	,,
১১।	ওফাতে ইছা ইবনে মরিয়াম	,,	,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,,	,,
১৩।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ (যন্ত্রস্থ)	,,	,,
১৪।	হোশান্না	,,	,,
১৫।	ইমাম মাহদীর আবির্ভাব	,,	,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.